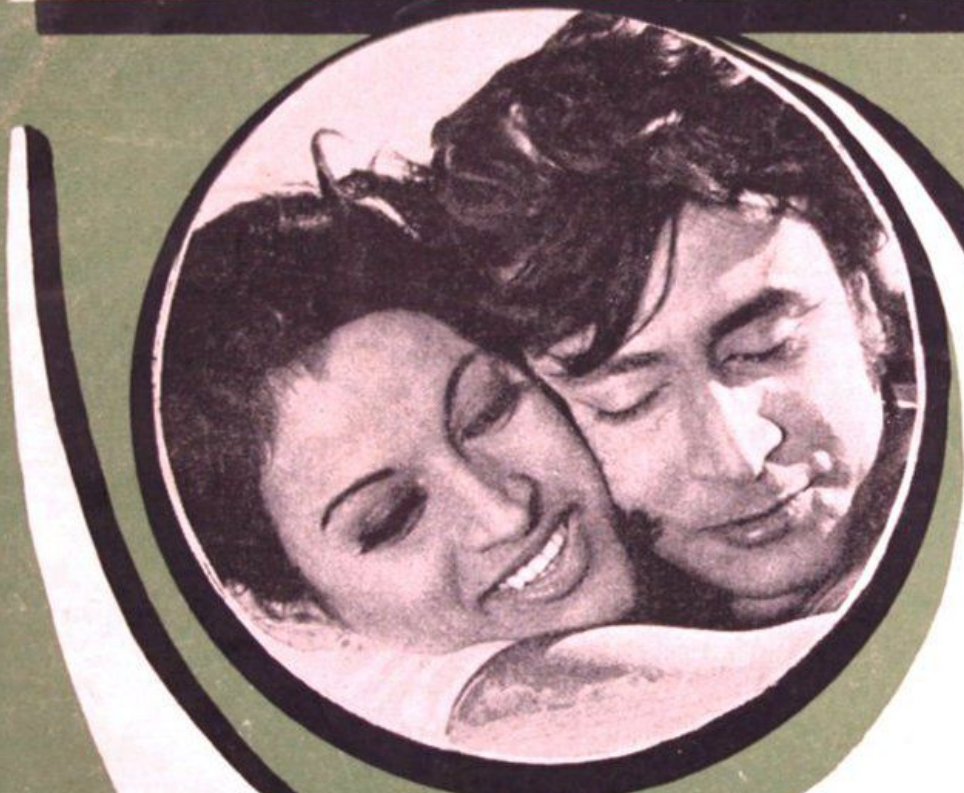

রঞ্জিৎ মিত্র প্রযোজিত

পরাজিতা

(A)

সংগীত · সুধীন দাশগুপ্ত

আর, এন, প্রোডাকসন্স-এর

প্রথম নিবেদন

অপরাজিতা

প্রযোজনা ও প্রচার পরিকল্পনা : **রঞ্জিৎ মিত্র**

কাহিনী-চিত্রনাট্য : **কুণাল মুখার্জী**

সম্পাদনা ও পরিচালনায় উপদেষ্টা : **রমেশ যোশী**

সংগীত : **সুধীন দাশগুপ্ত**

চিত্রগ্রহণ : বেণু সেন ॥ শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, জে, ডি, ইরাণী ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : সঞ্জীব সেন ॥ সম্পাদনা : কালীপ্রসাদ রায় ॥ সংগীতগ্রহণ : বলরাম বারুই ॥ শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জায় : দুর্গা চট্টোপাধ্যায় ॥ দৃশ্যপট ও সহ-শিল্পনির্দ্দেশনা : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ কর্মাধ্যক্ষ : শ্যামল রায়চৌধুরী ॥ ব্যবস্থাপনা : মদন সেন ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : তরুণ মৈত্র ॥ দৃশ্যসজ্জা : ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটার্স ॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ স্থির-চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥

গীতিকার : সুধীন দাশগুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

নেপথ্যকণ্ঠে : **মান্না দে, আরতি মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত** ॥ ক্যাবারে নৃত্যে অর্কেষ্ট্রা : পিণ্টু ঘটক এণ্ড পার্টি ॥ কেশবিন্যাশে : অসিত দাশগুপ্ত, মিস্ মার্গারেট ॥

প্রচার অঙ্কণে : পি, কে, এডভারটাইজিং।

প্রচারসচিব : **শান্তি দাশগুপ্ত**

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : বুদ্ধদেব ব্যানার্জী ॥ তপন ভট্টাচার্য্য ॥ সংগীতে : অলক নাথ দে ॥ সম্পাদনায় : স্নেহাংশু গাঙ্গুলী ॥ চিত্রগ্রহণ : বিশু চক্রবর্তী, স্বপন নায়েক, কান্তি তেওয়ারি ॥ শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর, সিদ্ধি নাগ ॥ সাজসজ্জায় : পুলিন কয়াল ॥ ব্যবস্থাপনা : খোকন দাস, পাতিরাম মণ্ডল, অজিত পাণ্ডে ॥

আলোক নিয়ন্ত্রণে : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত, হরিপদ হাইত, গুণনিধি, জগু।

পৃষ্ঠপোষক : **বিভূতি চরণ দে, প্রেমজী চৌহান** ॥

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

হরি জেলোকা, মৃণাল কান্তি দণ্ড, অরবিন্দ সেন (বম্বে), অনিতা সেনরায় (বম্বে), ইন্দর সেন, সন্তকুমার, ঝুনঝুনওয়ালা, হোটেল রাত-দিন, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, সেণ্ট্রাল, ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা, ডাঃ জয়শ্রী রায়চৌধুরী, এয়ার পোর্ট অথরিটি, দমদম, দীনেশ দে, ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকনিসিয়ান্স এণ্ড ওয়ার্কার্স অফ ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া, দৈনিক বসুমতি, মেজর, জে, চ্যাটার্জী মিসেস মিনতি চ্যাটার্জী ও **নিকুঞ্জ পত্রী।**

॥ ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ॥

বিশ্ব-পরিবেশক : **পদ্মা আর্ট ইণ্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ**

শ্রেষ্ঠাংশে : **রঞ্জিত মল্লিক, রাজশ্রী বসু, উৎপল দত্ত, তরুণ কুমার এবং বিজু**

অন্যান্য চরিত্রে : শিপ্রা মিত্র, শৈলেন মুখার্জী, রুবী মিত্র, মন্মথ মুখার্জী, বেলা সরকার, মিসেস দত্ত, তনিমা বিশ্বাস, যোগেশ সাধু, চিত্রা চ্যাটার্জী, প্রবীর মিত্র, ডি, এন, মুখার্জী, ডাঃ এস, পি, ঘোষ, ফকির দাস, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, মিহির পাল, তাপস, প্রিয়ংকর, ভোলা, শান্তি, মণিকা।

ক্যাবারে নৃত্যে : **মিস্ ববি।**

কাহিনী

অরুণ আর সুপ্রিয়া মিলিত হয়েছেন বম্বের ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগীতায়। দেখা—চেনা, বোঝা আর হৃদয় বিনিময়। এই তো নিয়ম। সুপ্রিয়া বম্বেতে কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে আর অরুণ একজন কৃতিমান ন্যাভাল অফিসার। অরুণ তার মা ও দাদু, ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীকে তার ভালবাসার কথা জানাতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। ক'লকাতা থেকে বিয়ের সম্মতি আর প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদও পাঠিয়েছেন তাঁরা। সুপ্রিয়া কিন্তু তার বাবা, ক'লকাতার বিখ্যাত বসু পরিবারের অনিমেশ বাসুকে নিজের কথা জানাতে পারেনি।

সুপ্রিয়া আর অরুণ যখন পরস্পর হৃদয়ের খুব কাছাকাছি, ঘর বাঁধার একটা মিষ্টি স্বপ্নে আচ্ছন্ন, এমন সময় প্রায় একই সঙ্গে এলো দুটো জরুরী তার-বার্তা। অরুণকে যেতে হবে ভাইজাগ আর সুপ্রিয়াকে ক'লকাতা—যেখানে তার বাবা মৃত্যুশয্যায়।

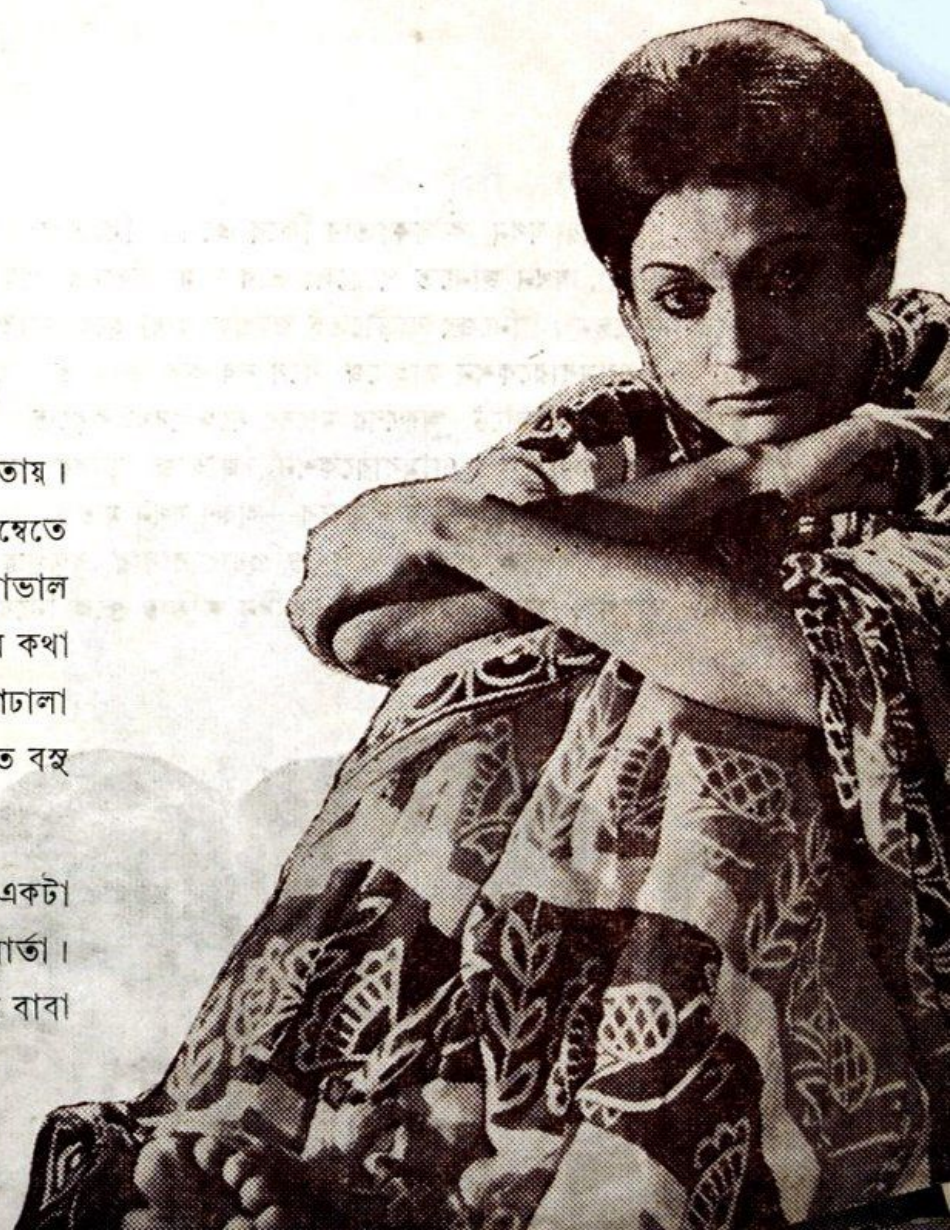

সুপ্রিয়া যখন ক'লকাতায় ফিরে এলো, মিঃ বাসু তখন মারা গেছেন স্ট্রোকে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সুপ্রিয়া। দিশেহারা হয়ে পড়ল আরো, যখন জানতে পারলো তার মামা দিনের পর দিন মিঃ বাসুকে মদ খাইয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। নিজের বাড়ীতেই সুপ্রিয়া বাধ্য হয়ে আশ্রিতার মত থাকতে লাগল। এখন তার শেষ সম্বল, শেষ আশা শুধু অরুণ।

এ্যাম্বারকেশন জাহাজে বসে সব কথা জানতে পারে অরুণ। সে সুপ্রিয়াকে স্বান্তনা দিয়ে চলেছে। তার নির্দেশ মত সুপ্রিয়া ছুটে যায় কালীঘাটে অরুণের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায় সুপ্রিয়ার জীবনে। চলার পথে সংবাদ পত্রে দেখতে পেল এ্যাম্বারকেশন জাহাজ ডুবির মর্মান্তিক খবর। হারিয়ে গেল সব কিছু সুপ্রিয়ার! অরুণের মায়ের সামনে সে কি পরিচয় নিয়ে দাড়াবে—অরুণ যখন মৃত ?

এই বিপদে এগিয়ে এল সুপ্রিয়ার বাবার বন্ধুপুত্র অজিত। সে ওকে সান্ত্বনা দেয়—সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন অজিত ওকে নিয়ে এলো তার হোটেল ব্লু ষ্টারে।

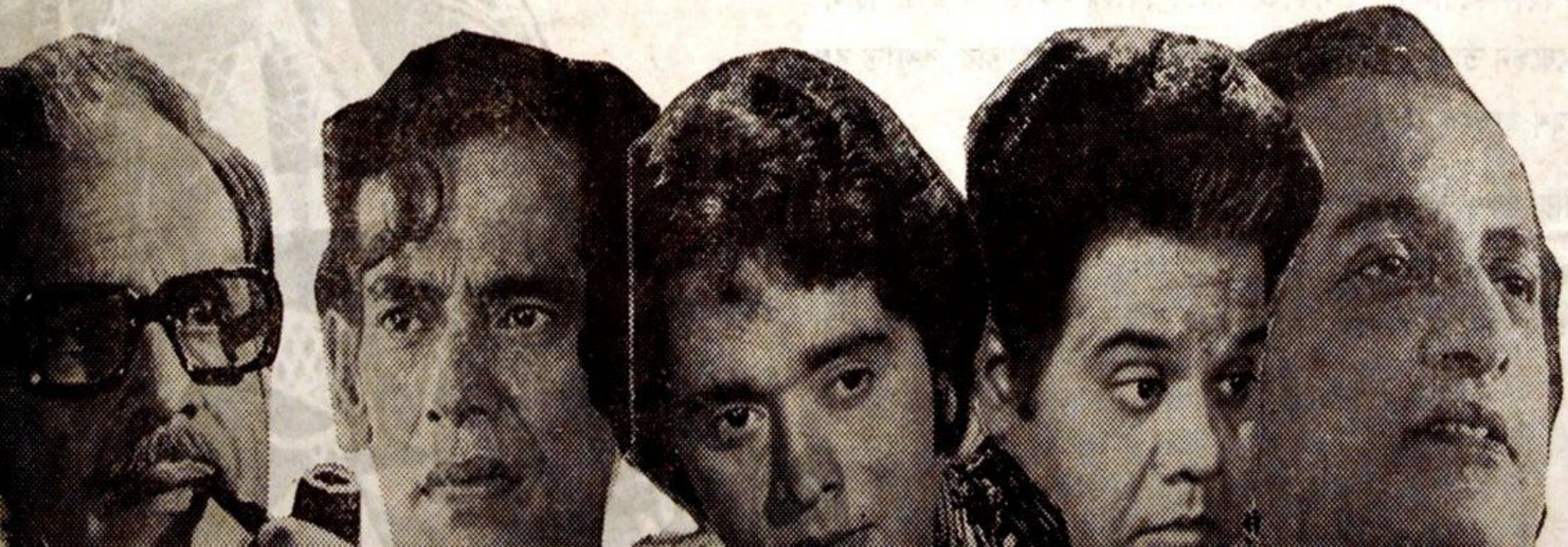

এ পৃথিবীতে সবই বিচিত্র—সুপ্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ও বিশ্বাস করেছিল অজিতকে, অথচ দরদী এবং বন্ধুত্বপূর্ব্ব সৌজন্যের মুখোস-আঁটা লোকটাই সেই রাতে ওর চরম সর্বনাশ করে বসলো!

পরদিন দেখা গেল অচৈতন্য সুপ্রিয়ার দেহটা পড়ে আছে তাদেরই বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর। সুযোগের অপব্যবহার করেনি মামা খগেনবাবু। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আত্মহত্যা করতে পারেনি সুপ্রিয়া—সামনে দাঁড়িয়েছিল অজিতের বিশ্বস্ত সহচর বেঞ্জামিন। সুপ্রিয়াকে আসতে হলো অজিতের-ই হোটেলের পি, আর, ও হিসাবে।

বেঞ্জামিন তাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তাকে বলেছে—
"ভগবানের কাছে তুমি অপবিত্রা নও।"

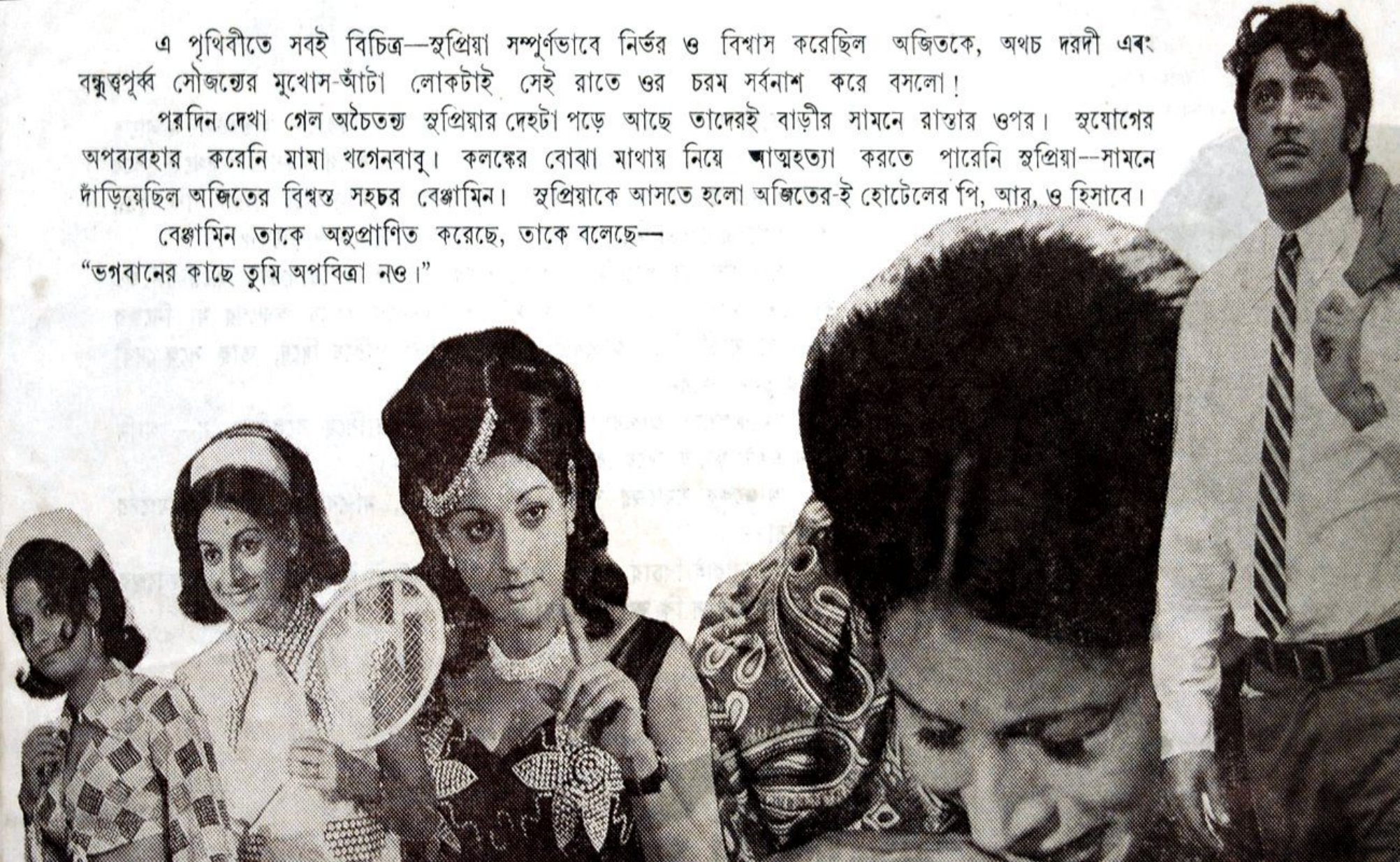

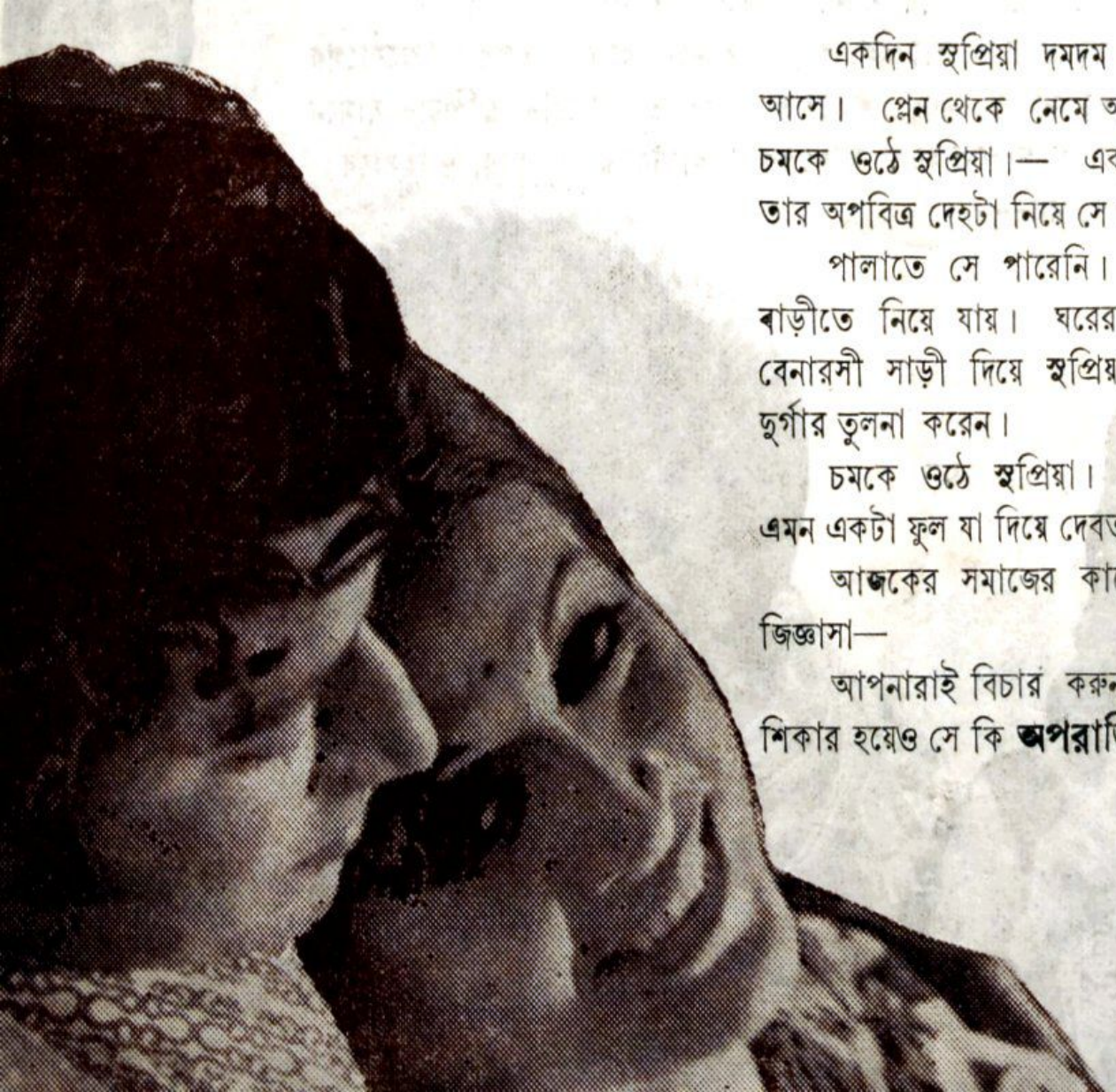

একদিন সুপ্রিয়া দমদম এয়ারপোর্টে মিঃ কাপাডিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে। প্লেন থেকে নেমে আসা অন্যান্য যাত্রীদের সংগে অরুণকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে সুপ্রিয়া।— একটা না বলা যন্ত্রণায় নীল হয়ে যায়। কি করে তার অপবিত্র দেহটা নিয়ে সে তার জীবন-দেবতার সামনে দাঁড়াবে ?

পালাতে সে পারেনি। অরুণ তাকে দেখতে পেয়ে জোর করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়। ঘরের আকাঙ্খিত গৃহবধূকে পেয়ে অরুণের মা নিজের বেনারসী সাড়ী দিয়ে সুপ্রিয়ার মাথায় ঘোমটা পরিয়ে দিয়ে, তার সঙ্গে দেবী দুর্গার তুলনা করেন।

চমকে ওঠে সুপ্রিয়া। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেছিল সে—"আমি এমন একটা ফুল যা দিয়ে দেবতার পূজা করা চলেনা।"

আজকের সমাজের কাছে, দর্শকের কাছে, মা-বোনের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা—

আপনারাই বিচার করুন, সুপ্রিয়া কি অপবিত্রা ? সমাজের হীন চক্রান্তের শিকার হয়েও সে কি **অপরাজিতা ?**

সঙ্গীত

(১)

যদি এ কথাই ব'লি আমি
আরো একবার
তুমি যে আমার !
আরো একবার বলা হ'লে
ব'লবো আবার
তুমি যে আমার !
আরো একবার যদি দেখা পাই
আবার তখনই সেই দেখা চাই
এই ভাবে বারবার
স্বপ্ন শুধু তোমার
দেখ্‌বো আবার !
একবার ভালবেসে একি ভালবাসা
একটু আলোতে বাড়ে আলোর পিপাসা ;
আরো একবার যদি কাছে যাই
আবার তখনই কাছে যেতে চাই
এই ভাবে বার বার
থাকবো আমি তোমার
কাছেতে আবার !!

(২)

কে ? কে ? কে ? কে ?
সে তুমি, হ্যাঁ তুমি,
তোমরাই অপরাধী
তাই আজ আমি প্রতিবাদী ।
ঐ চার দেয়ালের ঘর বন্ধ দ্বার
সেই ঘর জীবনের অন্ধকার
তোমাদের সেই ফুল-শয্যায়
লাঞ্ছিত হয় যে লজ্জায়
তার ঘৃণা অবিস্বম্বাদী !
আমরা তো দেখি শুধু
তোমাদের মুখোশের মুখ
ভুল ক'রে হারাই জীবনের যতটুকু সুখ !
এই কান্না দিয়েই যার স্বপ্ন শেষ
হাসি দিয়ে ঢেকে রাখি হয়তো বেশ
হ'য়েছি যে তাই কাল-নাগিনী
বিষ ঢেলে দিতে শুধু জানি
বিদ্বেষে তাই বুক বাঁধি !

(৩)

একটি মেয়ের স্বপ্ন ছিল কেউ তা জানে না
হাসতে গিয়ে কাঁদ্‌লো কত কেউ তা মানে না ।
অপরাজিতা এ তারই কথা ॥
সেই মেয়েটির মনটা ছিল একটী ফোটা ফুল
না জেনে সে মন্দ ভালো ক'রলো শুধু ভুল
নেমে এলো যেখানে বুঝে নিলো সেখানে
মন দিতে কেউ আসেনা ॥
একদিন ঝড় উঠ্‌লো উড়িয়ে গেল নিয়ে
সে ফিরে এলো যখন, এলো সবকিছু দিয়ে ;
সব হারিয়ে তার যে এখন সর্ব্বনাশী মন
বিষ মাখানো যন্ত্রণাতে কাঁপছে সারাক্ষণ
কেউ ভুল কোরোনা জেনেশুনে ম'রোনা
ভালবাসা কেউ পাবেনা ॥

(৬)

বন্ধু যদি তুমি নাই এলে
বন্ধ মনেরই দুয়ার খুলে
এ মন চিনে
যে কোনও দিনে
ফিরে এসো হৃদয় মেলে !
যদি না সহজেই ভুল ক'রে
চলেই যাও ভুল পথ ধ'রে
কিছু হারিয়ে
যেও দাঁড়িয়ে
ও পথে হারাবার ভয় পেলে !
অন্ধকার ভেবে সেই চোখে
খুঁজেছো যে আলোর উৎসকে
সেই আলো মনেরই আঁধারে
নিভে যাবে পলকে ।
হাত বাড়ালে যে যায় স'রে
কেন ডাকো তার নাম ধ'রে
তুমি একাকী
শুধু যাবে কী
সামনে নিজেরই ছায়া ফেলে !

রঞ্জিৎ মিত্র প্রযোজিত
আর. এম, প্রোডাকসন্স-এর
দ্বিতীয় নিবেদন

কাহিনী :
রবীন্দ্রনাথ দস্তিদার

পরিচালনা :
আর, এম, ইউনিট

সংগীত :
অসীমা ভট্টাচার্য্য

।। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে প্রস্তুতির পথে ।।

পদ্মা আর্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ, ৬২, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলি-৬৯ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলি-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।